অধ্যায় - ৩

শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি, আদেশ ও প্রতিজ্ঞা, ভক্তদের দ্বারা সমর্পণ, বাবার লীলা আলোকস্তম্ভ স্বরূপ, মাতৃপ্রেম, রোহিলার কাহিনী, বাবার মধুর অমৃতোপদেশ।

শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি ও আশ্বাস

গত অধ্যায়ে এই কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে বাবা সচ্চরিত্র লেখার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন- "এই গ্রন্থটি লেখাতে আমার পুরোপুরি মত আছে। তুমি নিজের মন স্থির করে, আমার কথায় বিশ্বাস রাখো এবং নির্ভয় হয়ে কর্তব্য পালন করতে থাকো। যদি আমার লীলাগুলি লেখা হয়, তাহলে অবিদ্যার নাশ হবে এবং মন ও ভক্তি দিয়ে শ্রবণ করলে দৈহিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হবে। যারা এই লীলাগুলির বেশী গভীরে গিয়ে খোঁজ করবে, তারা অনায়াসেই জ্ঞানরূপী অমূল্য রত্ন আহরণ করবে।"

এই কথাগুলো শুনে হেমাডপন্তের খুব আনন্দ হলো এবং উনি নির্ভয় হয়ে গেলেন। ওঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে উঠল যে এবার তাঁর কাজটি অবশ্যই সফল হবে। বাবা শামার দিকে তাকিয়ে বলেন- "যে ভালোবেসে আমার নাম স্মরণ করবে, আমি তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে দেব। ওর ভক্তি দিনের-পর-দিন বাড়বে। যে আমার চরিত্র এবং কীর্তির শ্রদ্ধাপূর্বক গুণগান করবে, তাকে আমি সর্বদা সবরকম ভাবে সাহায্য করব। বলা বাহুল্য, যে ভক্তরা আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তারা আমার লীলা শ্রবণ করে খুবই আনন্দিত হয়। বিশ্বাস রেখো যে কেউই আমার লীলা কীর্তন করবে সে নিশ্চয় পরমানন্দ ও চিরসন্তোষ লাভ করবে। এটা আমার বৈশিষ্ট্য যে, যে অনন্যরূপে আমার শরণ নেয়, শ্রদ্ধাপূর্বক আমার পূজন, নিরন্তর স্মরণ এবং আমারই ধ্যান করে, তাকে আমি মুক্তি প্রদান করি।"

"যে নিত্য নিরন্তর আমার নাম স্মরণ ও পুজো করে, আমার লীলাগুলি প্রেমপূর্বক মনন করে - এই ধরণের ভক্তদের মধ্যে সাংসারিক বাসনা ও অজ্ঞানরূপী প্রবৃত্তিগুলি কি করে থাকতে পারে? আমি তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিই।"

“আমার কথা শ্রবণ করলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমার কথাগুলি শ্রদ্ধাপূর্বক শোন ও মনন করো। সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির জন্য এটাই এক সরল পথ। এর দ্বারা শ্রোতাগণের মনে শান্তি আসবে এবং যখন ধ্যান প্রগাঢ় ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন অখন্ড চৈতন্যধন হতে অভিন্নতা প্রাপ্ত হবে। কেবল ‘সাই’, ‘সাই’ উচ্চারণ দ্বারাই তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।”

ভক্তদের বিভিন্ন কার্য্যের প্রেরণা

ভগবান নিজের কোন ভক্তকে মন্দির-মঠ তো কাউকে নদীতীরে ঘাট তৈরী করার, কাউকে তীর্থ পর্য্যটন করার এবং কাউকে ভগবৎ কীর্তন করার - এইরূপ আলাদা-আলাদা কার্য্যের প্রেরণা দেন। এইভাবে আমাকেও ‘শ্রীসাই সৎচরিত্র’ লেখার প্রেরণা তিনিই দেন। কোন বিদ্যারই সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার দরুণ আমার নিজেকে এই ব্যাপারে সবরকম ভাবে অযোগ্য মনে হচ্ছিল। অতএব এই দুষ্কর কার্য্য করার দুঃসাহস কেনই বা করা উচিত? শ্রী সাই মহারাজের যথার্থ জীবনীর বর্ণনা করার সামর্থ কার আছে? শুধু তাঁর কৃপার দ্বারাই এই কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেইজন্য আমি যখন লেখা শুরু করি, **বাবা আমার অহং-বুদ্ধি নষ্ট করে দেন এবং তিনি স্বয়ং নিজের চরিত্র রচনা করেন। অতএব এই চরিত্রের শ্রেয় তাঁর, আমার নয়।** জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও আমি দিব্যচক্ষুবিহীন ছিলাম, অতএব ‘সাই সৎচরিত্র’ লিখবার ক্ষেত্রে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় কিই বা অসম্ভব? মূকও বাচাল হয়ে যায় ও পঙ্গুও পাহাড় অতিক্রম করে। নিজের ইচ্ছেমত কাজ সম্পূর্ণ করিয়ে নেওয়ার উপায় তিনিই জানেন। হারমোনিয়াম বা বাঁশি কেমন করে আভাস পাবে সে ধ্বনি কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। এই কথা ত শুধু বাদকই জানে। চন্দ্রকান্ত মনির সৃষ্টি এবং সমুদ্রের কল্লোল এই দুয়ের কোনটারই কারণ তারা নিজেরো নয়; কারণ নিহিত রয়েছে চন্দ্রোদয়ের মধ্যে।

বাবার চরিত্র আলোকস্তম্ভ স্বরূপ

সমুদ্রতটে অনেক স্থানে আলোকস্তম্ভ নাবিককে দুর্ঘটনা থেকে ও জাহাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য বানানো হয়। এই ভবসাগরে ‘শ্রী সাইবাবাবর সৎচরিত্র’ এর উপযোগিতা ঠিক এইরূপই। এটি অমৃত থেকেও বেশী মধুর ও সাংসারিক পথটিকে সহজ করে তোলে। যখন এটি কানের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন দৈহিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় ও হৃদয়ে একত্রিত করলে সমস্ত কুশঙ্কা লোপ লোপ পায়।

অহংকারের বিনাশ হয় ও বৌদ্ধিক আবরণ লুপ্ত হয়ে জ্ঞান প্রকট হয়। **বাবার বিশুদ্ধ কীর্তির বর্ণনা নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করলে ভক্তদের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এইটি মোক্ষ প্রাপ্তিরও সরল উপায়।** সত্যযুগে শম-দম, ত্রেতাতে ত্যাগ, দ্বাপরে পূজো ও কলিযুগে ভগবৎ কীর্তনই মুক্তির উপায়। এই শেষ সাধনাটি (চারবর্ণের) সকল লোকেদের জন্য সাধ্য। অন্যান্য সাধনা যেমন যোগ, ত্যাগ, ধ্যান ইত্যাদি করা একটু কঠিন, কিন্তু চরিত্র ও হরিকীর্তন শ্রবণ করা অতন্তই সুলভ। শ্রবণ এবং কীর্তন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং ভক্ত বাসনা-রহিত হয়ে আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। এই ফল প্রদান করার জন্যই বাবা এই 'সৎচরিত্র'-য়ের (গ্রন্থটি) নির্মাণ করালেন। ভক্তগণ এবার সরলতাপূর্বক চরিত্র অবলোকন করুন এবং তার সাথে-সাথে তাঁর মনোহর স্বরূপ ধ্যান করে, গুরু এবং ভগবদ ভক্তির অধিকারী হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করুন। 'শ্রীসাই সৎচরিত্র' সফল ভাবে সম্পূর্ণ হওয়াটা সাই মহিমাই জানবেন, আমরা তো শুধু নিমিত্তমাত্র।

মাতৃপ্রেম

গরু নিজের বাছুরকে কিরূপ প্রেম করে সেটা সবাই জানে। ওর স্তন সর্বদাই দুধে ভরা থাকে এবং যখন ক্ষিধের চোটে বাছুর স্তনের দিকে ছুটে আসে, তখন দুধের ধারা আপনা-আপনি প্রবাহিত হতে থাকে। ঠিক এইভাবেই মাও নিজের সন্তানের প্রয়োজন আগে থেকেই খেয়াল রাখেন এবং ঠিক সময় স্তনপান করান। সন্তানের রূপ-সজ্জা দেখে মায়ের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। মায়ের প্রেম বিচিত্র, অসাধারণ ও নিঃস্বার্থ - তার কোন উপমা দেওয়া যায় না। শিষ্যের প্রতি সদ্‌গুরুর প্রেম ঠিক এই রকমই এবং বাবার আমার প্রতি অনুরূপ প্রেম ছিল। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করছিঃ-

১৯১৬ সালে আমি চাকরী থেকে অবকাশ গ্রহণ করি। যা পেনশন আমি পেতাম ,তা দিয়ে পুরো পরিবারের জীবন নির্বাহ একটু কঠিন মনে হচ্ছিল। সেই বছর গুরু পূর্ণিমার দিন আমিও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে শিরডীতেই ছিলাম। বাবার এক ভক্ত আন্না চিঞ্চনীকর নিজে-নিজেই বাবার কাছে আমার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করেন - " এর উপর কৃপা করুন। যা পেনশন ইনি পান, তা নির্বাহযোগ্য নয়। কুটুম্ব বৃদ্ধি হচ্ছে। দয়া করে আরেকটি চাকরী পাইয়ে দিন যাতে এঁর চিন্তা দূর হয়।" বাবা উত্তর দেন - "ইনি চাকরী পেয়ে যাবেন কিন্তু এঁকে আমার সেবাতেই রত হয়ে আনন্দ অনুভব করা উচিত। এঁর ইচ্ছে সর্বদা পূরণ হবে। **সম্পূর্ণ মনযোগ আমার দিকে**

দিয়ে অধার্মিক ও দুর্জন থেকে দূরে থাকা উচিত। এঁকে সবার সঙ্গে দয়াপূর্ণ ও নম্র ব্যবহার করা উচিত ও অন্তঃকরণে আমারই উপাসনা করা উচিত। যদি ইনি এইরূপ আচরণ করতে পারেন, তাহলে নিত্যানন্দের অধিকারী হয়ে যাবেন।"

রোহিলার কাহিনী

এই কাহিনীটি এই সত্যের প্রমাণ দেয় যে, শ্রী সাইবাবা সমস্ত প্রাণীদের সমানরূপে ভালবাসতেন। এক সময় রোহিলা নামক এক ব্যক্তি শিরডীতে থাকতে এলো। তার শরীর লম্বা-চওড়া, সুদৃঢ় ও সুগঠিত। বাবার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ও শিরডীতেই থাকতে লাগল। সে অষ্টপ্রহর উচ্চস্বরে 'কল্‌মা' (কোরানের শ্লোক) পাঠ করত এবং 'আল্লা হো আকবর' এর ডাক আওড়াতো। শিরডীর অধিকাংশ বাসিন্দারা সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে যখন রাতে বাড়ী ফিরত, তখন রোহিলার কর্কশ আওয়াজ তাদের আরাম ও শান্তি ভঙ্গ করত। রাতে বিশ্রাম না করতে পারার দরুণ তারা যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধে অনুভব করছিল। অনেকদিন ওরা এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠলে ওরা বাবার কাছে রোহিলাকে এই উৎপাত বন্ধ করতে বলার জন্য প্রার্থনা জানাতে গেল। কিন্তু বাবা তাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্যই করলেন না, বরং গ্রামবাসীদেরই শাসন করে বললেন যে, তাদের নিজের কাজের প্রতি মন দেওয়া উচিত, রোহিলার দিকে নয়। বাবা তাদের জানালেন যে, রোহিলার স্ত্রী একটু দুষ্ট প্রকৃতির এবং সে রোহিলা ও বাবাকে যথেষ্ট কষ্ট দেয়। কিন্তু 'কোরাণ শরীফ'-য়ের কল্‌মার সামনে সে টিঁকতে সাহস করে না। তবে গিয়ে দুজনে একটু শান্তিতে ও সুখে থাকতে পারে। কিন্তু আসলে রোহিলার কোন স্ত্রী ছিল না। বাবা শুধু কুবিচারের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বাবা প্রার্থনা এবং ঈশ্বর উপাসনাকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। সুতরাং তিনি রোহিলার পক্ষ নিয়ে গ্রামবাসীদের শান্তিপূর্বক কিছুদিন উৎপাত সহ্য করতে পরামর্শ দেন।

বাবার মধুর অমৃতোপদেশ

একদিন মধ্যাহ্ন আরতির পর, ভক্তরা যখন নিজেদের বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল, সেই সময় বাবা নিম্নলিখিত অতি সুন্দর উপদেশটি দেন -

"তুমি যেখানে খুশি সেখানে থাকো, যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু সব সময় মনে রেখো যে, তুমি যাই করো আমি সব জানতে পারি। **আমিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু এবং সর্বস্থানে ব্যাপ্ত। আমারই উদরে সমস্ত জড় ও চেতন প্রাণীর উদ্ভব।**

আমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা এবং সঞ্চালক। আমিই উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। যারা আমায় ভক্তি করে, তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারে না। আমার ধ্যান যারা উপেক্ষা করে, তারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত জন্তু, জীব এবং দৃশ্যমান, পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী বিশ্ব আমারই স্বরূপ।' এই সুন্দর ও অমূল্য উপদেশ শুনে আমি তৎক্ষনাৎ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, এরপর ভবিষ্যতে নিজের গুরু ছাড়া অন্য কোন মানুষের সেবা করব না। "তুই চাকরী পেয়ে যাবি" - বাবার এই শব্দগুলি আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমার মনে হতো- "সত্যি-সত্যি কি এমনটি হবে?" কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাবার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সত্য হয়। আমি কিছুদিনের জন্য আরেকটা চাকরী পাই। তারপর স্বাধীন হয়ে একাগ্রচিত্তে শেষ জীবন অবধি বাবার সেবা করি।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে আমি পাঠকদের কাছে বিনম্র নিবেদন করছি যে, তাঁরা সমস্ত বাধা যেমন- আলস্য, নিদ্রা, মনের চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়-আসক্তি দূর করে নিজেদের মন বাবার লীলাগুলির দিকে দিন। সরল প্রেম নির্মাণ করে ভক্তি রহস্য জানুন এবং অন্যান্য সাধনায় শ্রম ও সময় যেন নষ্ট না করেন। **ওঁদের শুধু একটাই সহজ উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং সেটা হলো শ্রীসাই লীলা শ্রবণ**। এর দ্বারা অজ্ঞানতার অবসান হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে যাবে। অনেক স্থান ভ্রমণ করার পরও লোভী পুরুষ যেমন নিজের লুকানো ধনের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকে, ঠিক সেই রকমই শ্রী সাইকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করুন। পরের অধ্যায়ে শ্রী সাইয়ের শিরডী আগমনের বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।